বিশ্বশান্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেই অর্থে ঠিক একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বোধহয় বলা যায় না। তিনি খুব সচেতন ভাবেই নিজেকে মূল রাজনীতির স্রোত থেকে সরিয়ে রাখতেন। তবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল খুবই স্বচ্ছ। যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনেও (১৯০৫) তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতার কোলাহলপূর্ণ তীব্র আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে, গিরিডিতে থাকাকালীন, তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম চারণকবির ভূমিকা নেন। মাসখানেকের মধ্যে তিনি ২২/২৩ টি স্বদেশী গান রচনা করেন, যেগুলি তখনকার লোকেদের মুখে মুখে ফিরত।

আবার ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে যে ভয়ংকর হত্যালীলা ঘটেছিল তারই প্রতিবাদে ৩০ মে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজের দেওয়া মানের মুকুট ছুড়ে ফেলে দিলেন, এসে দাঁড়ালেন লাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর কাছে। নাইটহুড (Knighthood) ত্যাগ করে একটি চিঠি লিখলেন তদানীন্তন বড়োলাট চেমসফোর্ডকে। চিঠিটি ঐতিহাসিক। কঠোর শাস্তির ভয়ে, সারা ভারতের রাজনীতিবিদরা যখন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে, তখন বাংলার এক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল নির্ভীক ধিক্কারবাণী।

আবার মৃত্যুর প্রায় দোরগোড়ায় এসে তিনি 'সভ্যতার সংকট' (Crisis In Civilization) লিখছেন (১৯৪১) – ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ।

সারা পৃথিবী ঘুরে তিনি চিরকাল শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। সম্পূর্ণ একা। উইল ডুরান্ট (Will Durant - ১৮৮৫–১৯৮১) লিখেছেন: “Today he is a solitary figure, perhaps the most impressive of all men now on the earth : …’ (The Story of Civilization, Vol I, 1935.)

তবে অনেক কিছু না জানার মত একটি বিশেষ ঘটনাও জানতাম না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫) যখন আর সম্ভাবনা মাত্র নয়, প্যারিসের পতন ঘটেছে, তখন (১৯৪০), রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর একবছর আগে, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি টেলিগ্রাম করেন। এক বৃদ্ধের বিশ্বশান্তির জন্য কি করুণ আকুতি। টেলিগ্রামটি নিচে দিলাম।

TELEGRAM TO ROOSEVELT

[The draft of Tagore's telegram to President Franklin D. Roosevelt on the fall of Paris during World War II]

Today, WE STAND in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the world. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India so utterly inadequate to stem in the least, the tide of evil that has menaced the permanence of civilization.

All our individual problems of politics to-day have merged into one supreme world politics which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail in her mission to stand against this universal disaster that appears so imminent.

June 1940

তথ্য সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. The English Writings of Rabindranath Tagore, Vol 3, Page: 848. প্রকাশক : সাহিত্য আকাদেমি।

২. রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিবোধ ও অন্যান্য আলোচনা – প্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রকাশক : অনুষ্টুপ প্রকাশনী।

৩. রবিজীবনী – পঞ্চম খন্ড, পৃ : ২৫৯, - প্রশান্তকুমার পাল, প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স।